পড়তে শেখো



ঊষা বিশ্বাস এম, এ, বি, টি

পড়তে শেখো

ঊষা বিশ্বাস, এম-এ-বি-টি,
(জেলা বালিকা বিদ্যালয় সমূহের ভূতপূর্ব পরিদর্শিকা, পশ্চিমবংগ)

ওরিয়েন্ট লংম্যান্‌স্‌
বোম্বাই • কলিকাতা • মাদ্রাজ • নয়াদিল্লী

ওরিয়েন্ট লংম্যান্‌স্ লিমিটেড্

রেজিস্টার্ড অফিস : ৩।৫, আসফ আলী রোড্, নয়াদিল্লী ১

১৭, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-১৩

নিকল রোড, ব্যালার্ড এস্টেট্, বোম্বাই-১

৩৬-এ, মাউন্ট রোড, মাদ্রাজ-২

১।২৪, আসফ আলী রোড্, নয়াদিল্লী-১

প্রথম প্রকাশ—এপ্রিল, ১৯৬৩

পুনর্মুদ্রণ—জানুয়ারী, ১৯৬৭

দাম : টাকা ১·৫০

ছেপেছেন : শ্রীবাণেশ্বর মুখার্জী, কালিকা প্রেস প্রাইভেট লিঃ

২৫, ডি. এল. রায় স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

লেখিকার নিবেদন

এই বইখানিতে বাক্যপ্রণালী (Sentence Method) অনুযায়ী পঠন শিক্ষা দেবার চেষ্টা করা হয়েছে। বাংলায় প্রথম-পঠন শিক্ষা দেবার এই ধরনের বইয়ের বিশেষ অভাব। শিশুরা যে-সব নূতন শব্দ শিখবে বিভিন্ন বাক্যের মাধ্যমে পুনঃ পুনঃ সেইগুলি ব্যবহার করার তাৎপর্য আছে। এইরূপ পুনরাবৃত্তি দ্বারা শব্দগুলি শেখা এবং চেনা ছেলেমেয়েদের পক্ষে সহজ হয়। ভালো ভালো ইংরেজি প্রথম পঠন শিক্ষা দেবার বইগুলি এই পদ্ধতি অবলম্বনেই লিখিত। কিন্তু এখন পর্যন্ত বাংলা বইগুলিতে এইরূপ পদ্ধতিতে প্রথম-পঠন শিক্ষা দেবার প্রয়াস কদাচিৎ লক্ষিত হয়।

শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ যদি বইখানিতে লিখিত বাক্যগুলি অনুসরণ করে চিত্রসংবলিত বড়ো বড়ো চার্ট তৈরি করে ছেলে-মেয়েদের পঠন শিক্ষা দেন তাহলে আরো ভালো হয়। চার্টগুলি তাঁরা শিশুদের সমবেত ভাবে ও একে একে পড়তে দেবেন। এতে করে তাদের পঠনে উৎসাহ আরও বাড়বে। পরে তারা বিভিন্ন শব্দগুলি ঠিকমতো চিনতে ও পড়তে শিখেছে কিনা তাও পরীক্ষা করে দেখতে চেষ্টা করতে হবে। যেখানে সম্ভব, কতগুলি কার্ডে বাক্যগুলি লিখে শিশুদের সেগুলি নিজে নিজে পড়ে অভিনয় করতে বলা যেতে পারে। যেমন 'বই আন', 'বই ধর', 'বই পড়', 'বস', 'ওঠ'—

ইত্যাদি লিখিত কার্ডগুলিতে যা লেখা আছে ছেলেমেয়েদের তা করে দেখাতে বলা যেতে পারে। যে যে শব্দ নিয়ে বাক্যগুলি গঠিত হয়েছে সেগুলি এক একখানি কার্ডে লিখে শিশুদের সেগুলি পুস্তকে বা চার্টে লিখিত এক একটি বাক্যের আকারে সাজাতে বলা যেতে পারে। এতে বোঝা যাবে তারা শব্দগুলি ঠিকমতো চিনতে শিখেছে কিনা। এ কাজে তারা বিশেষ আমোদ পায় এবং এর দ্বারা তারা বাক্য গঠনেরও কিছু ধারণা পাবে।

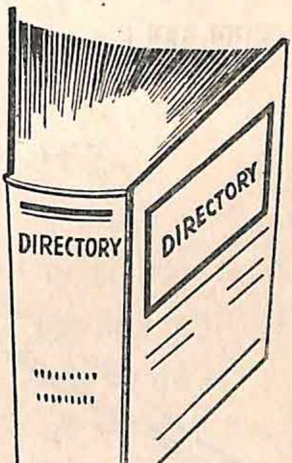
বাক্য ও শব্দগুলি চিনতে শিখবার পরে শিশুরা বানান শিখবে। বোর্ডে বর্ণ বিশ্লেষণ দ্বারা তাদের বানান শেখানো যেতে পারে। 'কথা কাড়াকাড়ি' খেলার সাহায্যেও বানান শেখানো যায়।

ঊষা বিশ্বাস, এম-এ-বি-টি
(জেলা বালিকা বিদ্যালয় সমূহের ভূতপূর্ব পরিদর্শিকা,
পশ্চিমবংগ)

পড়তে শেখো

প্রথম ভাগ (যুক্তাক্ষর বর্জিত)

বই

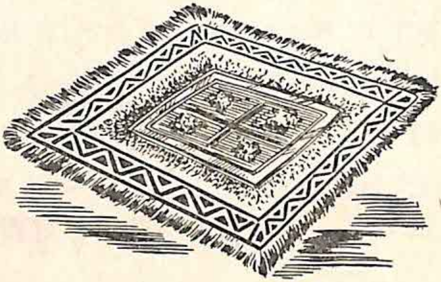


বই কই ?
বই আন।
ওঠ।
ঐ বই আন।
এই বই নয়।
বড় বই আন।
ওঠ।
এস, বই ধর।
বই পড়।
কত পড় ?
আর নয়।
বস।
এই বই আর নয়।
ঐ বড় বই আন।
কত বড় বই ?

এই বই বড় নয়।
এই বড় বই ধর।
এই বড় বই পড়।
আর নয়, বস।

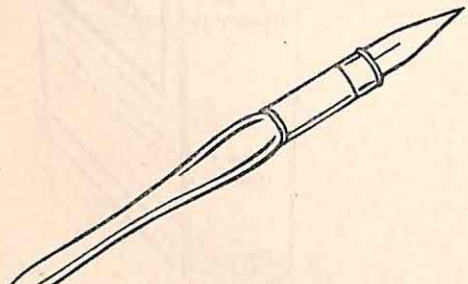
আসন কই ?
এস, আসন আন।
এই আসন।
বস।
এই আসন বড় নয়।
ঐ আসন বড়।
ওঠ, ঐ বড় আসন আন।
এ আসন ত নরম নয়।
ঐ আসন নরম।

আসন



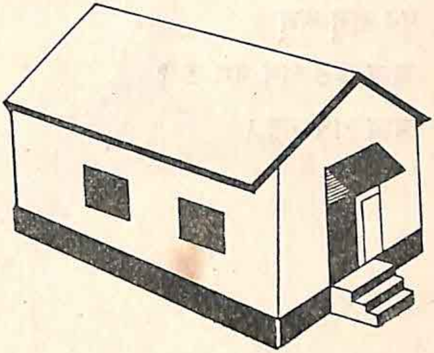
ঐ নরম আসন আন।
এখন বস।

কলম



কলম কই ?
ওঠ, কলম আন।
এই রকম কলম নয়।
ঐ রকম কলম আন।
এই কলম বড় নয়।
ঐ কলম বড়।
ঐ বড় কলম আন।
এই বড় কলম ধর।
এখন বস।

ঘর



কত বড় ঘর !
কই, এই ঘর ত বড় নয়।
ঐ ঘর আরও বড়।
ঐ ঘরও তত বড় নয়।
এই ঘর আরও বড়।
এই ঘর আর ঐ ঘর।
এক আর এক।
কত হয় বল ত ?

ঝড়

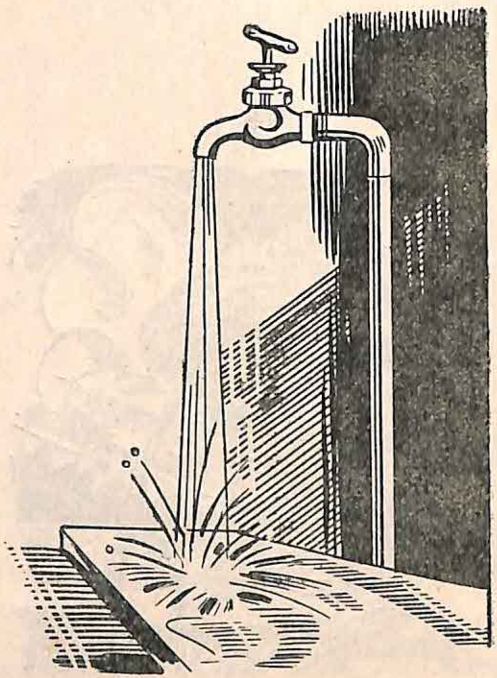


ঝড় এল।
জল এল।
বড় ভয় হয়।
আর নয়।
এখন ঘর চল।
এই ঘন বন।
পথ কই ?
ঐ ত পথ।
কত পথ ?
বড় জল।
পথ ছল্ ছল্।

ঘন ঘন কড় কড়।
বন শন্ শন্।
আর কত পথ বল ত ?
আর পথ নয়।

ঐ ত ঘর।
এস, এখন বস।
আর ভয় নয়।

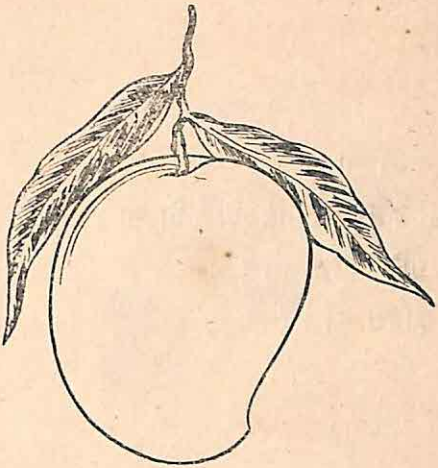
কল



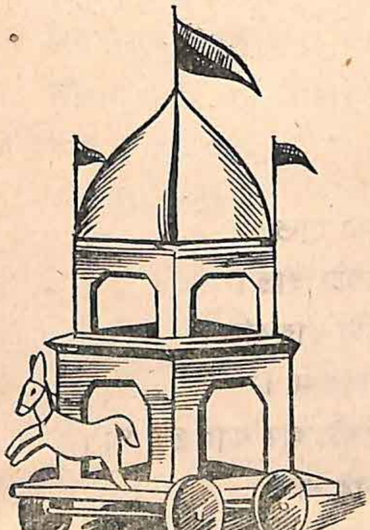
এ ঘর বড় গরম।
আজ বড় গরম।
জল কই ?
জল আন।
কল কই ?
ঐ ত কল।
ঘট কই ?
ঘট আন।
জল ভর।
ঘট ভর।
জল আন।
অত জল নয়।
আরও কম জল !
আর কত কম ?

এত বড় আম ?
এ আম আর বড় কই ?
আম আরও বড় হয় ।
এ আম টক ? এ আম ত নরম ।
এ আম হয়ত তত টক নয় ।
কই, এ আম ত তত টক নয় !
এ আম নরম ; ঐ আম নরম নয় ।
আম এক রকম ফল ।
আম অনেক রকম হয় ।

আম



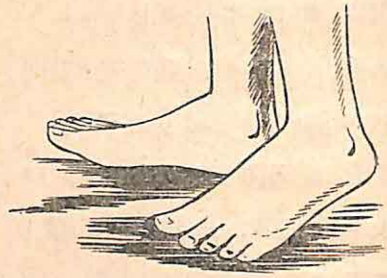
রথ



আজ রথ ।
রথ কই ?
ঐ ত রথ ।
এ রথ ত তত বড় নয় ।
রথ আরও বড় হয় ।
এ পথ ত বড় নয় ।
এ রথও বড় নয় ।
আর কত পথ ?
আজ আর নয় ।
এখন চল ।

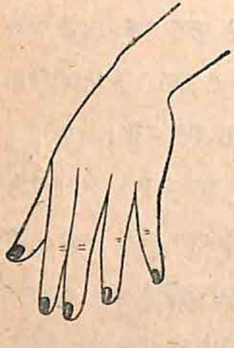
আকার যোগ। আ = া

পা



কটা পা ?
একটা আর একটা দুটা পা।
এটা কার পা ?
কারও না।

হাত



কটা হাত ?
একটা হাত।
এটা কার হাত ?
কারও না।
একটা হাত আর দুটা পা।
তাই না ?
তাই।

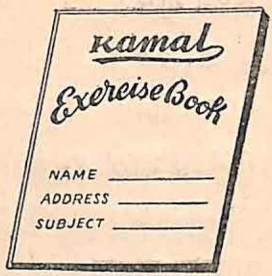
জল এল।
এখন যাও।
ছাতা কই?
ছাতা আন।
মাথায় ছাতা ধর।
কার মাথায়?
আমার মাথায়।
আমার ছাতা নাই।
এটা আমার দাদার ছাতা।
দাদার ছাতা কাল।
দাদার ছাতা ভাল না।
আমার একটা লাল ছাতা চাই।
কাল ছাতা ভাল না।
লাল ছাতা ভাল।

ছাতা

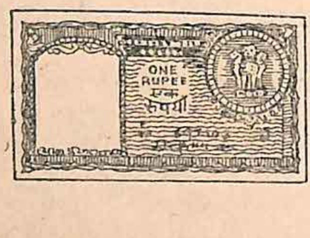


আমার খাতা নাই।
আমার একটা খাতা চাই।
এ খাতায় আর পাতা নাই।
আমার একটা বড় খাতা চাই।
এ খাতাটা তত বড় নয়।
বড় খাতার দাম কত ?
বড় খাতার দাম এক টাকা।
এক টাকায় কত পয়সা হয় জান ?
জান না ?

খাতা



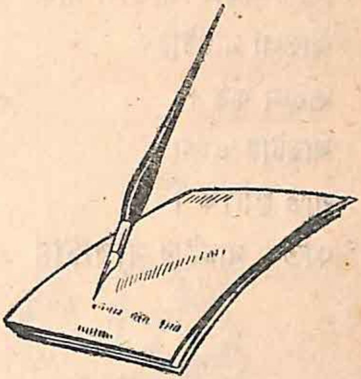
টাকা



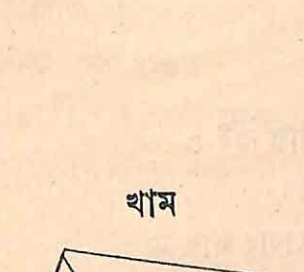
এটা কি একটা কাগজ ?
না, এটা একটা টাকা ?
আমায় একটা টাকা দাও।
আর দশটা পয়সা দাও।
আমার একটা বই চাই।
বইটার দাম এক টাকা দশ পয়সা।
আমার আর পয়সা নাই।

কাগজ ও কলম চাও ?
আমার কাগজ কলম নাই।
আমার কাগজ ও কলম চাই।
এ কাগজ ভাল নয়।
এ কাগজ বড় পাতলা।
এত পাতলা কাগজ ভাল নয়।
এত পাতলা কাগজ চাই না।
ভাল কাগজ চাই।
ভাল কাগজ আন।

কাগজ ও কলম



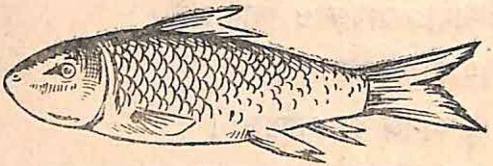
খাম



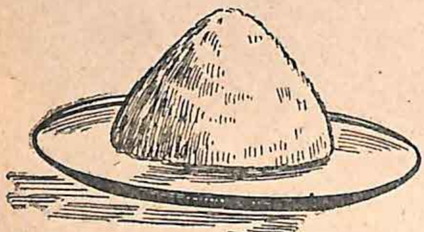
একটা খাম দাও।
খাম নাই।
এই ত একটা খাম।
আর একটা খাম বানাব ?
চারটা খাম বানাও।
একটা ভাল কলমও চাই।
একটা ভাল কলম দাও ত ?

কত বড় মাছটা।
এটা একটা কাতলা মাছ।
কাতলা মাছটার
ওজন কত ?
মাছটার ওজন
সাত ছটাক ?
কাতলা মাছটার মাথাটার ওজনই ত কত !

মাছ



ভাত



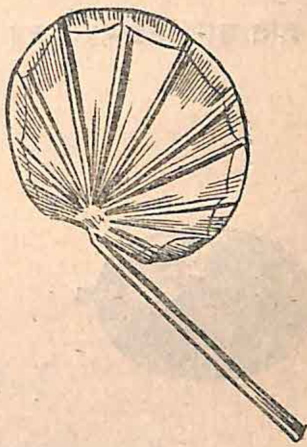
এক থালা ভাত !
আজ থালায় ভাত খাব না।

আজ কলা পাতায় ভাত খাব।
কলা পাতা কই ?
কলা পাতা নাই।
ঐ ত একটা কলা গাছ।
ঐ গাছটার পাতা কাট।
দা কই ?
একটা দা আন।

আমার খাবার কই ?
খাবার আন।
না, এখন খাবার খাব না।
এখন ভাত খাব।
ভাত, ডাল, আর মাছ ভাজা খাব।
মা, আমায় ডাল দাও।
আর চারটা মাছ ভাজা দাও।

আজ বড় গরম।
বাতাস নাই।
পাখা কই ?
ঐ ত পাখা।
এটা তাল পাতার পাখা।
আজ পাখার বাতাসও বড় গরম।
আর পাখার বাতাস চাই না।
এখন আর পড়া নয়।
অত পড়া ভাল না।
আজ এখন যাও।
কাল সকাল সকাল এস।
বই খাতা সব নাও।
ছাতাটাও নাও।
মাথায় ছাতা দাও।
এ ছাতাটা তত বড় নয়।
একটা বড় ছাতা নাও।

পাখা



জামা

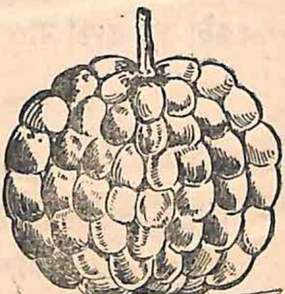


এই লাল জামাটা কার ?
এই লাল জামাটা আমার।
আমার একটা সাদা জামা চাই।
সাদা জামা বড় ময়লা হয়।
লাল জামা তত ময়লা হয় না।



এর নাম বল ত ?
এর নাম কাল জাম।
কত বড় কাল জাম !

এর নাম আতা।
এ আতা তত বড় নয়।
আতা আরও বড় হয়।



এর নাম শসা।
শসা খাব।
শসা কাট।
ফল খাও।
অত ফল খাব না।
ফল খাওয়া ভাল।
অত ফল খাওয়া যায় না।



ইকার যোগ। ই=ি

ছবির বই



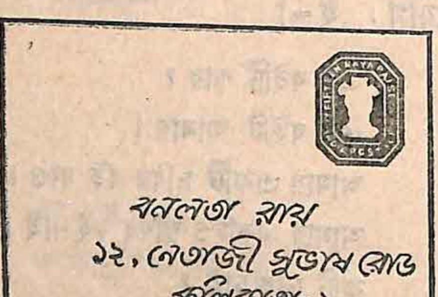
এই বইটি কার ?
এই বইটি আমার।
আমায় একটি ছবির বই দাও।
আমার একটিও ছবির বই নাই।
কটি ছবি চাই ?
তিনটি ছবি।
ছবি তিনটি বড় নয়।
বইটিও ত বড় নয়।

খড়ি

আমায় একটি খড়ি দাও।
এই নাও, এই একটি খড়ি।
এই খড়িটি ভাঙা।
এই খড়িটি নাও।
আমি লিখব।
আমি কি লিখব বল ত ?
যা চাও তাই লিখ।



চিঠি



এই চিঠিটি কার ?
জানি না ত ?
নামটি পড় ত ?
দাও নামটি পড়ছি।
চিঠিটা ত আমার।
এ চিঠি কখন এল ?
জানি না ত।
কাগজ আর কলম দাও।
আমি চিঠি লিখব।
দিদির ঠিকানা কি লিখব ?
দিদির ঠিকানা জানিনা ত।

এই হাত ঘড়িটি কার ?
এই হাত ঘড়িটি আমার বাবার।
আমার হাতঘড়ি নাই !
আমার একটি হাতঘড়ি চাই।
বাবা, আমায় একটি হাতঘড়ি দিও।
ঘড়ির সময় ঠিক ত ? এখন কি তিনটা ?
ঘড়ির নাম টিক টিক। ঠিক নয় কি ?

হাত ঘড়ি





টিক্‌টিকি

এটি একটি টিক্‌টিকি।
টিক্‌ টিকি, টিক্‌ টিকি,
বল নাকি ঠিক ঠিক ?
টিকটিকি আর গিরগিটি এক নয়।
গিরগিটি রঙ বদলায়।
টিকটিকির রঙ বদলায় না।
টিকটিকির ডিম হয়।
টিকটিকির ডিম বড় নয়।
ভয় নাই, টিকটিকি কামড়ায় না।
আমি ভয় পাই।
ভাবি, যদি টিকটিকি কামড়ায় !

চিল



এটি একটি চিল।
চিল মাছ খায়।
চিল খাবারও খায়।
চিলটি তাড়াও ত।
লাঠি কই ?
লাঠি আন।
চিল তাড়াও।

ইলিশ মাছ

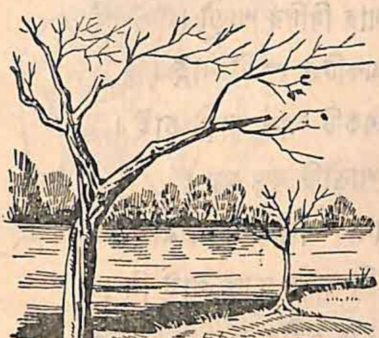


এটি একটি ইলিশ মাছ
কটি ইলিশ এনেছ ?
তিনটি ইলিশ।
আমি আজ ইলিশ মাছ
ভাজা খাব।
কটি মাছ ভাজা খাব জান ?
তিনটি মাছ ভাজা খাব।
কি মজা ! কি মজা !
ইলিশ মাছ ভাজা।

ঈকার যোগ। ঈ=ী

আমার খাতাটির রঙ নীল।
আমার বইটির রঙও নীল।
আমার জামাটির রঙও নীল।
আমার শাড়ীর রঙও নীল।
আমি নীল রঙ ভালবাসি।
আমি লাল রঙও ভালবাসি।

শীত

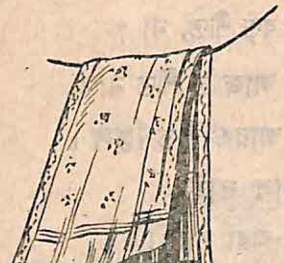


এখন শীত কাল।
আজ বড় শীত, না ?
কই, আজ ত শীত না।
কাল আরও শীত ছিল।
শীতকাল তাই
পাতা-ঝরা গাছ।
আজ সকালটায় কম শীত ছিল।
এখন আরও কম কম শীত।

সীতা বড়ই গরীব।
সীতার একটিও গরম জামা নাই।
সীতা কি এতই গরীব ?
সীতার একটি ভাল শাড়ী নাই।
আমি আজ সীতার বাড়ী যাব।
সীতা এখন বাড়ী নাই।

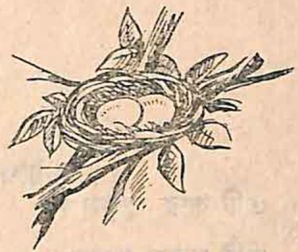


শাড়ী



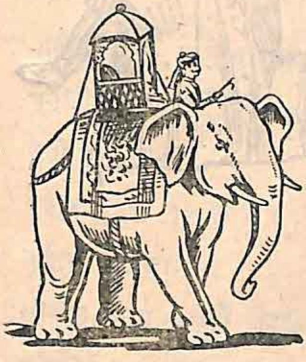
এটি আমার দিদির শাড়ী।
আমার একটিও শাড়ী নাই।
আমার একটি লাল শাড়ী চাই।
ঐ লাল শাড়ীটি বড় নয়।
আজ আমার শরীর ভাল নাই।
তাই আমি আজ ভাত খাই নি।
কাল আমার শরীর ত ভালই ছিল।
আজ হঠাৎ আমার শরীর খারাপ হল।
আজ আমার শরীর খারাপ।
আজ আমি পড়ব না।
এখন আমি বাড়ী যাব।
হঠাৎ শীতও পড়ল।

পাখীর বাসা



এটি পাখীর বাসা।
পাখীর বাসায় কটি ডিম বল ত ?
এটি কি পাখীর বাসা জান ?
জানি না।
পাখী কত রকম হয় ?
সব পাখীর নাম জানি না।

হাতী



এটি কি বল ত ?
এটি একটি হাতী।
হাতীর শরীর কত বড়।
হাতীর উপর ওটা কি ?
হাতীর উপর হাওদা।
হাওদাটি কি খালি ?
তাই ত !

আমার মাসীর নাম রাণী।
কাল আমি মাসীর বাড়ী যাব।
রাণী মাসীর বাড়ী কালীঘাট।
আমি কখনও কালীঘাট যাই নি।
আমার মামার বাড়ীও কালীঘাট।
কাল আমি মামার বাড়ীও যাব।

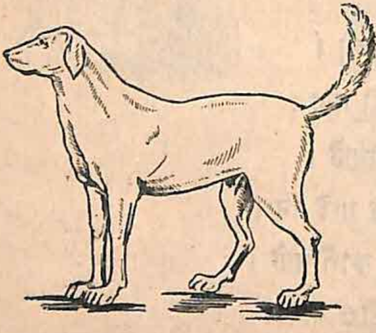
উকার যোগ। উ= ু

পুতুল



এটি কার পুতুল ?
ওটি খুকুর পুতুল।
খুকুর পুতুলটি ভাঙা।
আমার পুতুলটি ভাঙা নয়।
খুকু আমার পুতুল চায়।

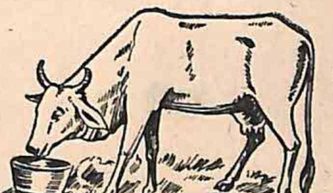
কুকুর



এটি আমার কুকুর।
কুকুরটির নাম ভুলু।
ভুলু খুব ভাল।
আমি কুকুর খুব ভালবাসি।
ভুলু দুধ, ভাত ও রুটি খায়।

আজ আমার শরীর ভাল নাই।
আজ আমি ভাত খাব না।
আজ আমি দুধ রুটি খাব।
মা, আমায় দুধ ও রুটি দাও।
আমি এক বাটি দুধ ও চারটি রুটি খাব।

গরু



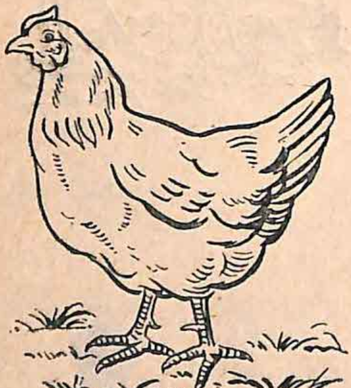
এটি আমার মাসীর গরু।
গরুটির নাম বুধী।
বুধী খুব ভাল।
বুধীর দুধও খুব ভাল।
বুধীর রঙ কাল
মাসীর আর একটি গরুর নাম ধবলী।
ধবলীর রঙ সাদা।

টিয়াপাখী



টিয়া পাখীর রঙ সবুজ।
পাতার রঙও সবুজ।
ঘাসও সবুজ।
আমার জামার রঙও সবুজ।
আমার শাড়ীর রঙও সবুজ।
আমি সবুজ রঙ খুব ভালবাসি।

মুরগী



এটি কি পাখী বল ত ?
এটি একটি মুরগী।
মুরগীর কি কি রঙ বলত ?
কাল, সাদা আর লাল।
তুমি মুরগীর ডিম খাও ?
আমি মুরগীর ডিম খাই।
আমি মুরগী পুষি।
আর টিয়াও পুষি।

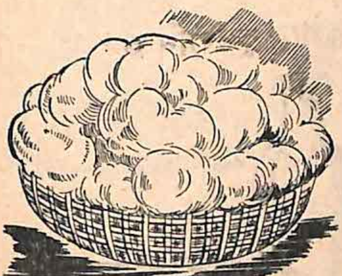
উকার যোগ। উ= ু

ময়ূর



এটি কি পাখী জান ?
এটি একটি ময়ূর।
আমি একটি ময়ূর পুষব।
ময়ূরটির মাথার উপর
ওটি কি ?
ময়ূরটির মাথার উপর
একটি চূড়া।
সব পাখীর মাথায়
চূড়া নাই।

তুলা



এই ঝুড়ির ভিতর কি ?
এই ঝুড়ির ভিতর তুলা।
কি তুলা ? শিমুল না কাপাস ?
শিমুল তুলা।
শিমুল তুলায় বালিশ হয়।
কাপাস তুলায় বালিশ হয় না।
কাপাস তুলায় সূতা হয়।
সূতায় কাপড় হয়।

পূজার সময় আমি বাড়ী যাব।
পূজায় খুব ধুম হয়।
পূজায় ধূপ ধূনা চাই।
শুধু কি ধূপ ধূনাই চাই ?
আরও কত কিছু চাই।
কিছু ফলমূল চাই।
শুধু ফলমূল নয়।
কিছু নতুন কাপড় জামাও চাই।
পূজায় আমি নতুন কাপড় পরি।
ও বছর পূজায় ধুম হয় নি।

রূপায় টাকা হয়।
রূপায় বাসনও হয়।
আমি একটি রূপার থালা কিনব।
আর একটি রূপার বাটি কিনব।
একটি রূপার ফুলদানিও কিনব।
রূপার ফুলদানীর দাম কম নয়।

রূপার ফুলদানি ও থালা

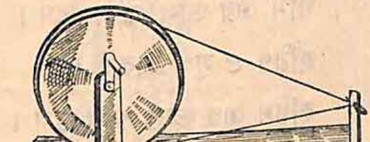


মূলা



এটি একটি মূলা।
মূলা মাটির ভিতর হয়।
এই মূলাটি খুব বড় নয়।
মূলা লালও হয়, সাদাও হয়।
মূলার তরকারী হয়।
আমি মূলার তরকারী খাব।

চরকা



এটি একটি চরকা।
আমি চরকায় সূতা কাটি।
এই সূতা ঐ চরকায় কাটা।
এই সূতা খুব সরু।
সরু সূতায় ভাল কাপড় হয়।

ঋকার যোগ। ঋ= ৃ

হৃদয় বড় কৃপণ।
মৃণাল তার বড় ভাই।
মৃণাল ও খুব কৃপণ।
ওরা শুধু টাকা জমায়।
ওরা বৃথাই টাকা জমায়।
এত টাকা সবই বৃথা।
পৃথিবীটা কার বশ ?
পৃথিবী টাকার বশ।
তাই নয় কি ?

ঘির ভাল কথা ঘৃত।
ঘি ও ঘৃত একই।
তৃণ ও ঘাস একই।
ঘাস এর ভাল কথা তৃণ।
হরিণ ও মৃগ একই।
হরিণ এর ভাল কথা মৃগ।
গৃহ আর ঘর একই।
ঘর এর ভাল কথা গৃহ।

একার যোগ। একার = ে

মেয়ে



এটি কাদের মেয়ে ?
এ ঘরে কটি মেয়ে ?
গুণে বলত কটি মেয়ে।
এ ঘরে তেরটি মেয়ে আছে।
তেরটির বেশী নেই ত ?
না, তেরটির বেশী নেই।
ঠিক গুণেছি।

ছেলে



এ ছেলেটি কে ?
এ ঘরে কটি ছেলে বল ত ?
পনেরটি।
গুণে বলেছ ত ?
পনেরর বেশী নেই।
আমি ঠিক গুণেছি।
তেরটি মেয়ে আর পনেরটি ছেলে।
সব নিয়ে কত হল বল ত ?

একটি বেল।
বেল একরকম ফল।
আমাদের বাগানে একটি
বেল গাছ আছে।
সেই গাছটায় অনেক বেল ধরেছে।
বেলাদের বাগানেও অনেক বেলগাছ আছে।
বেল পাকলে কাকের কি ?
কথা আছে জান ত ?

বেল



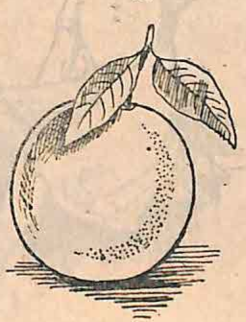
মেঝে



এ ঘরের মেঝে বড় ময়লা।
মেঝেতে অনেক ধূলা জমেছে।
বাতাসে ধূলা ওড়ে।
সেই ধূলা ঘরে জমে।
ধূলাতে বস না।
মেঝের উপর মাদুর
পেতে বস।
মাদুর নেই ?
তবে চেয়ারেই বস।
মেঝের উপর খড়ি দিয়ে লেখ।
কি লিখব ?
যা পড়লে তাই লিখবে।

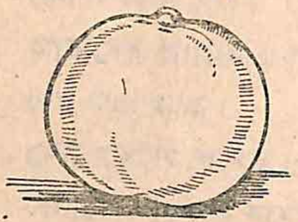
আমি ত লিখতে জানি না।
তবে লিখতে শেখ।
বেশ, আমি লিখতে শিখব।
তুমি লিখতে শেখাবে ত?
আজ আসতে দেরী হল কেন?
অনেক কাজ ছিল।
কেন আগে কাজ সার নি?
আজ আগে কাজ সারতে পারিনি।
কাল ঠিক সময়ে আসব।
কাল আর দেরী হবে না।
ঠিক সময়ে আসবে।
ঠিক সময়ে যাবে।
কেমন?

লেবু



এটি একটি লেবু
লেবু অনেক রকম হয়।
এটি পাতি লেবু

কমলা লেবু



এটি একটি কমলা লেবু।
কমলা লেবুর রঙ হলদে।
তবে ঠিক হলদে নয়।
কমলা লেবুর রঙকে কমলা রঙ বলে।
এটি সিলেটের কমলা লেবু।
সিলেটের কমলা লেবু খুব ভাল।

এক পেয়ালা গরম চা।
আমি চা খাব না।
আমাকে এক পেয়ালা
গরম দুধ দাও!
আমি চায়ে বেশী দুধ খাই।
আমার চায়ে বেশী দুধ দিও।

পেয়ালা



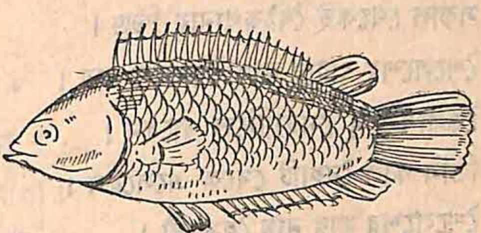


কে বকেছে কে মেরেছে
কে দিয়েছে গাল?
তাইত খুকু রাগ করেছে,
ভাত খায় নি কাল।

ঐকার যোগ। ঐকার = ৈ

দেখ, কত বড় একটা কৈ মাছ।
শৈলদের পুকুরে অনেক কৈ মাছ আছে।
এটি শৈলদের পুকুরের মাছ।
বড় কৈ মাছ খেতে ভাল।

কৈ মাছ



শীতকালের
কৈ মাছই ভাল।
কৈ মাছ যেন মরতে
চায় না।
কাটার পরেও
কৈ মাছ লাফায়।
কৈ মাছ জলে
জীইয়ে রাখা যায়।
অনেকে কৈ মাছ জীইয়ে রাখে।

এটা কি মাস বলত?
বৈশাখ মাস।
'কাল বৈশাখী'-কাকে বলে জান?
বৈশাখ মাসে বিকালবেলায় ঝড় জল হয়।
তাকেই কাল-বৈশাখী বলে।
এ বছরে বেশী কাল-বৈশাখী হয় নি।
এ বছর তাই বড় গরম পড়েছিল।

আজ শৈলেশের পৈতে।
তাই শৈলেশদের বাড়ীতে খুব ধুম।
কাল থেকেই তাদের বাড়ীতে হৈ চৈ।
আজ ত হৈ চৈ আরও বেশী।
পৈতেতে অনেকেই আসবেন।
শৈলেশদের বৈঠকখানায় আজ খুব ভিড়।
সকাল থেকেই বৈঠকখানায় ভিড়।
শৈলেশের বাবার নাম কৈলাস রায়।
কৈলাস বাবু নৈহাটিতে থাকেন।
তিনি কাল নৈহাটি থেকে এসেছেন।
শৈলেশের মার নাম হৈমবতী।



হৈমবতী খাবার তৈরি করছেন।
তিনি খুব ভাল খাবার তৈরি করেন।

এ একজন বামুন।
এ যে বামুন কেমন করে জানলে ?
কেন, ওর গলায় পৈতে দেখছ না ?
গলায় পৈতে থাকলেই বুঝি বামুন হয় ?
আজকাল ত অনেকেই পৈতে পরে।
সূতায় পৈতে তৈরি হয়।

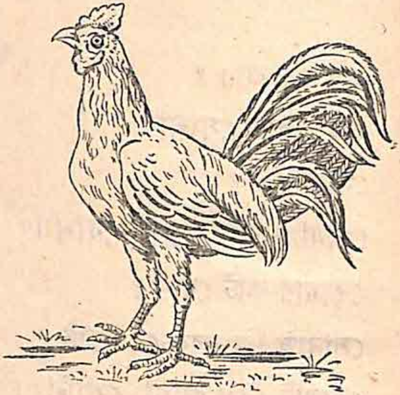
ওকার যোগ। ওকার = ো

এই বই কার ?
এই বইটি সোনার।
সোনা কে ?
সোনা আমার ছোট বোন।
তোমার কটি বোন ?
সোনাই কি সবচেয়ে ছোট ?
মেয়েটি বেশ মোটা সোটা ।
ওর হাতে একটি সোনার বালা।
বালা জোড়াটিও বেশ মোটা।
বালা জোড়াটি ওর মাসী দিয়েছে।

রোগা মেয়েটি কে ?
রোগা মেয়েটি ওর ছোট বোন।
এই ঝুড়িতে মোট কয়টি আম ?
গোন তো।
ঝুড়িটায় মোট ষোলটি আম।
ষোলটি আম ষোল জনকে দাও।
এখনও ভোর হয় নি।

মোরগ

ভোর বেলায় মোরগ ডাকে।
আমাদের একটা মোরগ আছে।
মোরগটি রোজ ভোরে ডাকে।
আমি রোজ সকাল ছ'টায় উঠি।
রোজ রাত এগারোটায় শুই।
রাত এগারোটায় শোও কেন ?
সকাল সকাল শোও না কেন ?
তোমার চোখে চশমা কেন ?
তোমার চোখ বুঝি খারাপ ?
তোমার চশমাটি কি সোনার ?
আমার চশমাটি সোনার নয়।



কাঠের ঘোড়া



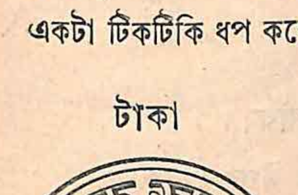
খোকার একটি ছোট
খেলবার ঘোড়া আছে।
খোকা সেই ঘোড়ার উপর চড়ে।
ঘোড়াটি কাঠের।
খোকা সারাদিন
ঘোড়া নিয়ে খেলে।
খোকা ঘোড়ায় চড়ে দোলা খায়।

গোলাপ ফুল



এটি একটি লাল গোলাপ।
গোলাপ সাদাও হয়।
আমাদের বাগানে অনেক
গোলাপ ফোটে।
এই গোলাপটি আধ ফোটা।
আধফোটা গোলাপ
তাড়াতাড়ি ঝরে যায় না।
ফোটা ফুল তাড়াতাড়ি ঝরে যায়।
টিকটিকি পোকা খায়।
ঐ দেখ, টিকটিকিটা একটা পোকা ধরেছে!
ওটা এখনি পোকাটাকে মেরে ফেলবে।
ছাদের ওপর দুটো টিকটিকি।
দেখ দুটো টিকটিকিতে কেমন লড়াই বেধেছে!
একটা টিকটিকি ধপ করে নীচে পড়ল।

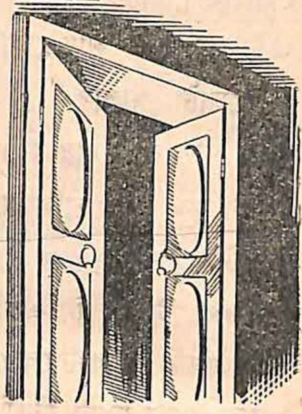
টাকা



এটা একটা রুপার টাকা।
এক টাকায় একশো পয়সা হয়।
পয়সা দেখতে বড়ো ছোট।
এখন খুব সোজা হিসাব।
এ হিসাব কি এতোই সোজা?

ঔকার যোগ। ঔকার = ৌ

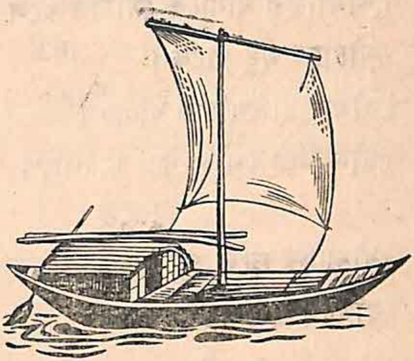
চৌকাঠ



ঔ দেখ দরজার চৌকাঠ।
চৌকাঠের উপর বসো না।
চৌকাঠের উপর বসতে নেই।
চৌকাঠের উপর বসলে কি হয়?
কাপড় ময়লা হয়।
খোকা দৌড়ে যাও।
দৌড়ে গিয়ে একটা চৌকী আন।
এ চৌকীটা নয়।
আর একটা বড় চৌকী আছে।
সেটা আন।

ঐ একটা নৌকা।
নৌকাটি কেমন জলের উপর ভাসছে।
আমি একটি কাগজের নৌকা তৈরি করেছি।
মোচার খোলও নৌকার মতো জলে ভাসে।
আমি সেদিন মোচার খোল ভাসালাম।
আমি আর একটি বড় নৌকা বানাবো।
সেটাও জলে ভাসাবো।

নৌকা



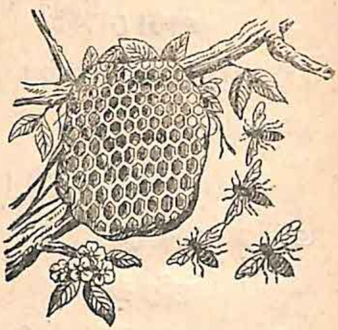
ঐ দেখ, নদীর উপর
একটা নৌকা।
এই নৌকাটা জেলেদের।
এই নৌকায় জেলেরা
রোজ মাছ ধরে।
এই নৌকাকে জেলে
ডিঙি বলে।
তুমি জেলে ডিঙি দেখ নি ?

কৌটা



গৌরীর হাতে ওটা কি ?
ওটা একটা লাল কৌটা।
ঐ কৌটায় কি পান আছে ?
না, ঐ কৌটায় মৌরী আছে।
গৌরী খুব মৌরী খায়।
আমি মৌরী খাই না।

মৌচাক



আম গাছে একটি মৌচাক আছে।
মৌমাছির বাসাকে মৌচাক বলে।
মৌচাকে মধু থাকে।
মৌমাছিরা মৌচাক বানায়।
মৌমাছিরা মৌচাকের চারপাশে
ঘুরছে।
মৌমাছির হুলে খুব বিষ।
মৌমাছি হুল ফুটায়।
রাণী মৌমাছি মৌচাকে থাকে।
রাণী মৌমাছি কাজ করে না।
ও শুধু ডিম পাড়ে।
ডিম পাড়াই ওর কাজ।

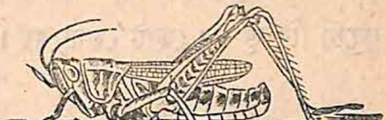
এটা কি মাস ?
পৌষ মাস।
পৌষ মাসে বড় শীত।
আজ পৌষ মাসের কত তারিখ ?
আজ পৌষ মাসের দশ তারিখ।
পৌষ মাসের শেষ দিনে পিঠে খাব।
সেদিন মা পিঠে তৈরি করেন।
তাকে পৌষ পিঠে বলে।
আমরা সেদিন পিঠে খাই।

'বৌ-কথা-কও' কি জান ?
বৌ-কথা-কও এক রকম পাখী।
এর ডাক শুনেছ ?
এ ঠিক যেন বলে—
বৌ কথা কও।

আতা গাছে তোতা পাখী,
ডালিম গাছে মৌ—
কথা কও না কেন বৌ।
ছড়াটি তোমায় কে শিখিয়েছে ?
ছড়াটি আমায় বৌদি শিখিয়েছে।

অনুস্বর যোগ। ং

ফড়িং



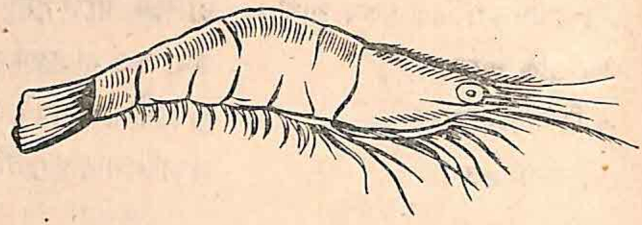
ঐ দেখ কত বড় একটা ফড়িং।
এর নাম গংগা ফড়িং।
গংগা ফড়িং নাম হল কেন ?
ফড়িং লাফায় তিড়িং তিড়িং।
এই ফড়িংটির রঙ সবুজ।
ঘাসের রঙও সবুজ।
ঘাসের উপর লাফায় তিড়িং তিড়িং।

আংটি



এটি একটি আংটি—আংটিটি সোনার।
সোনার আংটিতে চুনী বসানো।
আংটিটায় চারটি চুনী আছে।
আংটিটি কেমন দেখতে ?
আমার একটি রূপোর আংটি আছে।
আমি একটি সোনার আংটি চাই।

চিংড়ি



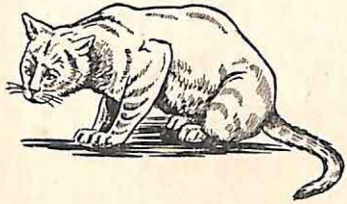
এটা একটা
গলদা
চিংড়ি।
গলদা চিংড়ি
খুব বড় হয়।
বাগদা চিংড়ি অত বড় হয় না।
বাগদা চিংড়ি গলদা চিংড়ির চেয়ে ছোট।
আর এক রকম ছোট ছোট চিংড়ি আছে।
সেগুলিকে কুচো চিংড়ি বলে।
কুচো চিংড়ি খুব ছোট ছোট হয়।

সিংহ



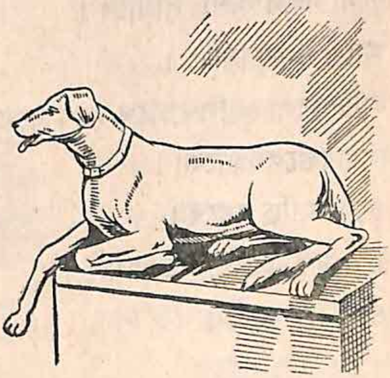
চিড়িয়াখানা দেখেছো?
চিড়িয়াখানায় বাঘ ও
সিংহ আছে।
এটি একটি সিংহের ছবি।
সিংহের মাথায় বড় বড়
চুল থাকে।
তাকে কেশর বলে।
সিংহীর মাথায় কেশর নাই।
সিংহ মাংস খায়।
চিড়িয়াখানায় সিংহগুলিকে
রোজ মাংস দেওয়া হয়।

বিড়াল



এটা আমাদের পোষা বিড়াল।
বিড়ালটির নাম পুষী।
ওটা আমাদের পোষা কুকুর।
ওর নাম ভোলা।
ভোলা পুষীকে হিংসা করে না।

কুকুর



বরং ওর সঙ্গে
ভাব করতে চায়।
পুষীটা বড় হিংসুটে।
পুষী ভোলাকে বড় হিংসা করে।
হংস ও বংশী দুই ভাই।
বংশী বড়, হংস ছোট।
ওরা কেউ কাউকে
হিংসা করে না।
দুজনে বড় ভাব।

বিসর্গ যোগ। বিসর্গ = ঃ

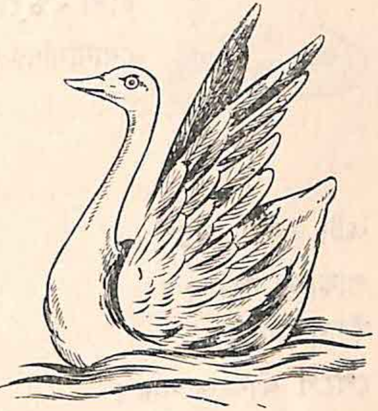
উঃ! কী গরম!
কেবল ঘাম হয়।
পাখাটা খোল।
আঃ! কী আরাম।
গরম চা?
উঃ। চা-টা কী গরম!
জিভ যেন পুড়ে যায়।
আঃ! বড় মশা।
মশার কামড় খেয়ে মরলাম।

একটু ধুনো দাও না?
ধুনো দিলে মশা পালাবে।
আঃ! বড় মাছি।
মাছিগুলো খালি চোখে মুখে বসে।
খাবারগুলো ঢাকো।
ওতে মাছি বসবে।
ঐ দেখ একটা ভিখারী।
ওর নাম দুঃখী।

ওর একটা চোখ কানা।
তাই ওর বড় দুঃখ।
দুঃখী বড় গরীব।
খুকী বড়।
খোকন ছোট।
খুকু খোকনকে মারছে।
ছিঃ! ছিঃ! খুকু
ছোট ভাইকে মারতে নেই।

চন্দ্রবিন্দু যোগ। চন্দ্রবিন্দু = ँ

হাঁস



ঐ দেখ একটি হাঁস।
এটা একটা রাজহাঁস।
হাঁস দু রকম, রাজহাঁস ও
পাতি হাঁস।
হাঁস জলে সাঁতার দেয়।
হাঁসের পায়ের পাতা জোড়া।
তাই হাঁস সাঁতার দিতে পারে।
হাঁসের পালক জলে ভেজে না।
রাজহাঁসের গলা সরু।
পাতি হাঁসের গলা সরু নয়।

চাঁদ

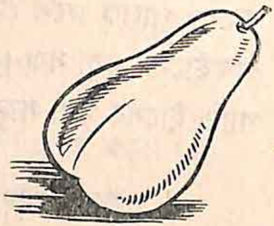


আয় আয় চাঁদ মামা
টী দিয়ে যা।
চাঁদের কপালে চাঁদ
টী দিয়ে যা।
মাছ কুটলে
মুড়ো দেবো।
ধান ভানলে
কুঁড়ো দেবো।
কালো গরুর দুধ দেবো।
দুধ খাবার বাটি দেবো।

চাঁদ উঠেছে ফুল ফুটেছে
কদম তলায় কে ?
হাতী নাচ্‌ছে ঘোড়া নাচ্‌ছে
সোনামণির বে।

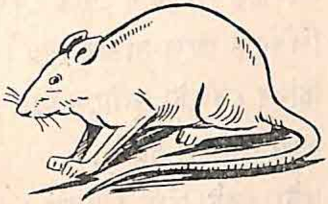
এটা একটা পেঁপেঁ।
পাকা না কাঁচা ?
কাঁচা।
পেঁপেঁ আঁকতে পার ?
একটা পেঁপেঁ আঁকোতো।
পেঁপেঁ আকা খুব সোজা।
কাঁচা পেঁপেঁর রঙ সবুজ।
সবুজ খড়ি দিয়ে আঁকো।
বাঃ, বেশ এঁকেছো তো !

পেঁপেঁ



সোনা নাচে কোনা
বলদ বাজায় ঢোল।
সোনার বউ রেঁধে রেখেছে
ইলিশ মাছের ঝোল।

ইঁদুর



এটি একটি নেংটি ইঁদুর।
নেংটি ইঁদুর দেখ নি ?
ইঁদুরের দাঁত খুব ছোট ছোট।
ইঁদুর দাঁত দিয়ে সব জিনিস কাটে।
উঁইও সব জিনিস কাটে।
উঁই দেখতে খুব ছোট।

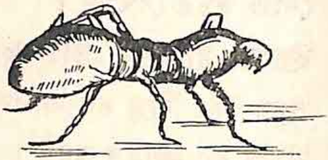
পেঁচা



পেঁচার মুখটি গোল।
পেঁচার চোখ দুটিও গোল।
পেঁচা দিনে বেরোয় না।
পেঁচা রাতে বেরোয়।

'খোকন' 'খোকন'করে মায়,
খোকন গেছে কাদের নায়।
সাতটা কাক দাঁড় বায়।
খোকন রে, তুই ঘরে আয়।

পিঁপড়ে



চিনির কৌটোয় পিঁপড়ে ভরে গেছে।
পিঁপড়ে সব চিনি খেয়ে ফেলবে।
পিঁপড়ে জলে সাতার দেয়।
চিনির কৌটো ডুলীতে ছিল।
তাও পিপড়ে ধরল।
এটা একটা ডাঁই পিপড়ে।
ডাঁই পিপড়ে বড় কামড়ায়।

গড়গড়ের মা লো—
তোর গড়গড়াটা কই!
হালের গরু বাঘে মেরেছে,
পিঁপড়ে টানে মই।

চাঁপা



এটি একটি কাঁঠালী চাঁপা।
ভুঁই চাঁপা এরকম হয় না।
আমাদের বাগানে ভুঁই চাঁপা
ও কাঁঠালী চাপা আছে।
চাঁপা ফুলের রঙ হলদে।
আমি খোঁপায় চাঁপা ফুল
গুঁজেছি।

*　　*　　*

আঁটুল, বাঁটুল, শামলা, শাঁটুল,
শামলা গেছে হাটে,
শামলাদের মেয়েগুলি
পথে বসে কাঁদে।

*　　*　　*

নোটন নোটন পায়রাগুলি ঝোটন বেঁধেছে ;
ও পারেতে ছেলে মেয়ে নাইতে নেমেছে।
দুধারে দুই রুই কাতলা ভেসে উঠেছে।
কে দেখেছে ? কে দেখেছে ? দাদা দেখেছে।
দাদার হাতে কলম ছিল, ছুঁড়ে মেরেছে
—উঃ বড় লেগেছে।

——

Biswas : LEARN TO READ (Porte' Shekho)—Bengali

1967

Rs. 1·50